কবিতা: কপোতাক্ষ নদ
কবি:মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

<u>পাঠ বিশ্লেষণ</u>:

সতত, হে নদ তুমি পড় মোর মনে!
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;

প্রবাস জীবনের রুঢ় বাস্তবতা কবিকে স্মৃতি কাতর করে তুলেছে। তাই কবি সর্বদা কপোতাক্ষ নদের কথা স্মরণ করেছেন। নিরব নিস্তব্ধ পরিবেশে কপোতাক্ষ নদীর স্মৃতি কবিকে ভাবিয়ে তোলে।

সতত (যেমতী লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া- মন্ত্রধ্বনি)তব কলতলে
জুড়াই এর কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!

রাতে মানুষ যেমন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে, রহস্যময় মায়া-মন্ত্র ধ্বনি শুনে কবি ও তেমন কপোতাক্ষকে নিয়ে স্বপ্নে বিভোর হন। রহস্যময় মায়া মন্ত্র ধ্বনির মতোই কবির কানে কপোতাক্ষ নদীর বয়ে চলার কলকল ধ্বনি বাজে। তিনি যেন স্বপ্নের ঘোরে কপোতাক্ষ নদীর কলকল ধ্বনি শুনতে পান।

বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ- দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
দুগ্ধ স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে।

প্রবাস জীবনে কবি বহু নদ-নদী দেখেছেন। দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কোন নদের জলই কবির স্নেহ তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারেনি, কবিকে তৃপ্ত করতে পারেনি। কেননা শৈশবে কপোতাক্ষ নদই ছিল কবির প্রাণ সখা। তাই কপোতাক্ষের মনোরম সৌন্দর্যই কবিকে তৃপ্ত করে,স্নেহের তৃষ্ণা নিবারণ করে। মায়ের বুকের দুধ যেমন প্রত্যেক সন্তানের কাছে অমৃত স্বরূপ, উপদক্ষ নদ ও তেমনি পৃথিবী মাতার অমৃত দুধের ফোয়ারা। তার সন্তানের স্নেহ তৃষ্ণা নিবারণ করে।